অনন্য এক গীতিকার

বনি আমিন

দিন মনে নেই তবে ক্ষনটি এখনো ভুলিনি। সবেমাত্র কলেজের চৌকাঠ ডিঙ্গিয়ে ভর্তি হয়েছি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে। আগষ্ট মাস ১৯৭৮ সন। ছাত্র হিসেবে নিম্ন-মধ্যবিত্ত ছিলাম, তাই অগতির গতি হিসেবে পরিসংখ্যানকেই বেছে নিয়েছিলাম উচ্চশিক্ষার সনদ অর্জনের অবলম্বন হিসেবে। সেকালে এ সকল সাবজেক্ট গুলোতে সহজে মেয়েরা ভর্তি হতোনা, তাই ক্লাশরুম গুলো ছিল প্রায় নিরস ও ধু ধু হাহাকার। বাধ্য হয়ে দল বেঁধে, 'জানি আপনার প্রেমের যোগ্য আমরাতো নই, পাছে ভালোবেসে ফেলেন তাই, দুরে দুরে রই', গান গুলো গণসঙ্গীতের সুরে গেয়ে গেয়ে ৩০০ মিটার পথ মাড়িয়ে আর্টস ফ্যাকাল্টিতে এসে মনের শূন্যতা পুরন করতাম। বাংলা সাহিত্যের কিছু দোসর জুটে গিয়েছিল সে সুবাদে, তাই ফ্যাকাল্টির দোতলা ও তিন তলা ছিল আমাদের মূল বিচরণ ভুমি। চার তলায় অর্থণীতির বারান্দায় মাঝে মাঝে চক্কর দিতাম ময়মনসিংহ থেকে সদ্য আগত নয়নকাড়া মমতা (সিডনীর বর্তমান ডঃ মমতা চৌধুরী), কক্সবাজারের মনু ও কুমিল্লার রওশানকে ঐ গানগুলো যৌথকণ্ঠে শোনানোর জন্যে। কিন্তু যখন শুনলাম ভর্তির পর পরই মমতা ঝুলে পড়েছে অর্থনীতির তরুণ শিক্ষক ও চট্টগ্রামের ধনাঢ্য পরিবার ও বিখ্যাত চৌধুরীবাড়ীর এক সন্তান খোরশেদ (সিডনীস্থ ডঃ খোরশেদুল আলম চৌধুরী) এর কণ্ঠে, আর রওশন জুটি বেঁধেছে সুদর্শন ছাত্রনেতা নজরুলের সাথে, তখন বেশ কিছুদিন ভাঙাবুক নিয়ে আর উপরের সিঁড়িগুলো মাড়াইনি আমরা। আর্টস ফ্যাকাল্টিতে অভিমান করে যাইনি কয়েক মাস। ক্লাসের অবসরে দুপুরগুলো ক্ষত মনে সাইন্স ফ্যাকাল্টির ক্যাফেটেরীয়ার সুড়ঙ্গতে আমরা বিরহের গান গেয়ে কাটিয়ে দিতাম। অক্টোবর মাসের এমনি এক দুপুরে বন্ধুদের অনুরোধে আমি আমার হেঁড়ে গলায় গাইছিলাম, 'তুমি যে আমার কবিতা, আমারো বাঁশির রাগিনী - -'। অদুরে বসা ছিপ ছিপে একহারা দেহের শ্যামলা সুন্দরী একটি মেয়ে আমাদের টেবিলের দিকে এগিয়ে আসে। নিজেকে পরিচিত করলো। সদ্য পরিসংখ্যানে ভর্তি হয়েছে, কিন্তু বাবার বদলী'র কারনে তখনো ঠিকমত ক্লাসে আসা যাওয়া হচ্ছিলনা তার। আমার গাওয়া গানটির গীতিকার কে, মেয়েটি হেসে জানতে চাইলো। বিজ্ঞের ভাব নিয়েও আমরা কেউ বলতে পারিনি। আলাপ শেষে জানালো, এ গানটি তার বাবার লেখা এবং তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। মেয়েটির নাম কাজরী মোস্তফা। বুঝতে বাকি রইলো না কে সে। জানিনা স্বল্প মেয়াদী সেই শ্রেনীসাথী আজ কোথায়। কিন্তু আজো আমার কানে রিনিঝিনি বাজনার মতো তার সেই কথাগুলো বাজে। মনে পড়ে বাংলা সাহিত্য ও সাংস্কৃতির অঙ্গনে বিখ্যাত সেই গীতিকার, কবি, শিক্ষাবিদ ও গায়ককে। যাঁকে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্যে হলেও অতি নিকট থেকে দেখার বড় সৌভাগ্য হয়েছিল আমার।

কবি আবু হেনা মো: মোস্তফা কামাল। ক্ষনজন্মা এ ব্যক্তিটি ১১ মার্চ ১৯৩৬ সনে তৎকালীন পাবনা জেলার উল্লাপাড়া থানার গবিন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বাংলা সাহিত্যে ১৯৫৯ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ করার পর বিভিন্ন আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়গুলোতে বাংলা প্রভাষক হিসেবে তিনি শিক্ষাদান করেছিলেন। এরপর ১৯৬৩ সনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন শিক্ষক হিসেবে যোগদেন। বছর দুয়েক পরেই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের সিনিয়র লেকচারার হিসেবে তিনি চাকুরি নিয়ে চলে যান। বছর না গড়াতেই তিনি কমনওয়েলথ স্কলারশীপ নিয়ে ১৯৬৬ সনে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে

ডক্টরেট করতে পাড়ি জমান। 'বাংলা লেখা' ও 'বাংলা ছাপা মাধ্যম' বিষয়ে পান্ডিত্য প্রমান করে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি তার ডক্টরেট ডিগ্রী লাভ করেছিলেন। ১৯৭৩ সনে দেশে ফিরে তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সজ্জিত অপরূপা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সিনিয়র লেকচারার হিসেবে যোগদেন। দীর্ঘদিন সাগর আর পাহাড়ের সাথে সহবাস করে বাংলা সাহিত্যে সৃজনশীলতায় তিনি উৎকর্ষতা লাভ করেন। ১৯৭৮ সনের শেষ মাসটিতে পুনরায় তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে যান। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের আঙিনায় প্রকৃতির কৌমার্য ও সৌন্দর্য্যের যে আস্বাদ তিনি পেয়েছিলেন তা রাজধানীর বুকে তিনি কখনো পাবেন না বলে তার বিদায় ভাষনে প্রকাশ করে তিনি সেদিন আবেগের নোনাজলে বুক ভাসিয়েছিলেন। আর্টস ফ্যাকাল্টির গ্যালারীতে উপচেপড়া শুভাকাঙ্খী ও প্রিয়ভাজনদের বলেছিলেন মনের অনেক কথা। সকলের অনুরোধে ধীর হাতে তুলে নেন হারমোনিয়াম। 'আমি এক ঝঞ্ঝার ফুলগো, আজীবন স্রোতে শুধু ভেসেছি, আজ কোন খেয়ালের জোয়ারে, পথ ভুলে এ পথে এসেছি' তারই লেখা ও সুর করা গানটি গেয়ে সকলের সাথে সমানভাবে বিদায়-ব্যাথার অংশিদারী হয়েছিলেন তিনি। [ঠিক একই গান অনেক আগে, ১৯৬৩ সনে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজ এর বিদায়ী অনুষ্ঠানে তিনি গেয়েছিলেন বলে সিডনীর একুশে রেডিও'র পরিচালক মিজানুর রহমান তরুন সেদিন আমাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।]

তবুও কেন যাচ্ছেন, দর্শক-শ্রোতাদের মাঝ থেকে হাত তুলে সুউচ্চস্বরে আমি প্রশ্ন করেছিলাম। জবাবে তিনি সংকোচহীনভাবে বলেছিলেন, 'প্রতিভা বিকাশ ও প্রচার সুবিধার জন্যে পৃথিবীর যেকোন দেশের রাজধানী অথবা প্রধান শহরই হচ্ছে সুউচ্চ মঞ্চ, যেখান থেকে নিজেকে সকলের কাছে দর্শণীয় করা যায়। যোগাযোগ ব্যবস্থার দৈনতায় ঢাকা থেকে চট্টগ্রাম অ-নে-ক দুর। অনেক উৎসাহ উদ্দীপনার চারণভুমি আমার এ প্রানের চাটগাঁ, এখানে আমি অনেক কিছু পেয়েছি। কিন্তু রাজধানী থেকে দুরত্বের কারণে আমি অনেক সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছি।' আজো তার কথাগুলো আমার স্মৃতির উপত্যকায় একই মাত্রায় প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। তার কথার সত্যতা পরে প্রমানিত হলো যখন তিনি কিছু বছর পরে অর্থাৎ ১৯৮৪ সনে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর মহাব্যবস্থাপক হিসেবে নিয়োগ পেলেন। আরো বছর কয়েক পরে ১৯৮৬ সনে তিনি বাংলা একাডেমী'র প্রধান হিসেবে নিয়োজিত হয়েছিলেন। প্রতিভা ও যোগ্যতা থাকা সত্বেও অবহেলীত চট্টগ্রামে বসবাস করে ঐ সুখ্যাতী ও পদবীগুলো তিনি কখনোই উপভোগ করতে পারতেন না। ঢাকায় অবস্থানের কারনে তিনি প্রায়শঃ বাংলাদেশ রেডিও ও টেলিভিশনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম হতেন যা চট্টগ্রাম থেকে তার জন্যে ছিল কষ্টকর। তবুও তিনি সত্তুর দশকের মাঝামাঝি সুদুর চাটগাঁ থেকেও টেলিভিশনের অনেকগুলো জাতীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন।

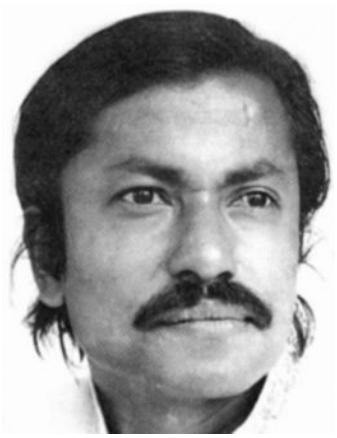

আবু হেনা মোস্তফা কামাল পঞ্চাশের দশকের বাংলা সাহিত্যের উদিয়মান কবিদের মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন। কবিতা ও ছন্দ গাঁথুনির প্রতি তাঁর অবসেশন ছিল ব্যাপক। মোহাম্মদ মাহফুজুল্লাহর সাথে যৌথ প্রচেষ্টায় তিনি ১৯৫৪ সনে 'পূর্ব বাংলার কবিতা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। বাংলাগানের এই মহিরূহ আজ প্রায় দেড় যুগ হলো ভুলোক ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু রেখে গেছেন কালজয়ী ও স্মরণীয় কিছু গান। প্রাপ্ত আয়ুর

চেয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছেন অনেক। ক্ষণজন্মা এ কবির জীবন ও অবদান থেকেই 'লাইফ ইজ শর্ট, আর্ট ইজ লঙ' বিখ্যাত এ প্রবাদটির বাস্তবতা খুঁজে পাওয়া যায়।

কবি আবু হেনা মোঃ কামাল এর লেখা অনেক গান তার বন্ধু মহল কর্তৃক সুর করা ও গাওয়া হয়েছিল। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আবু বকর খান, আনোয়ার উদ্দিন খান এবং মোঃ আসাফদ্দৌলা তার বিখ্যাত কয়েকটি গান গেয়েছিলেন, আধুনিক বাংলা গান রচনায় তারা তাঁকে একনিষ্ঠভাবে সহযোগীতা করেছিলেন। আবু বকর খানের কণ্ঠে 'সেই চম্পা নদীর তীরে' গানটি এখনো মধ্যবয়সী অনেককে শৈশব-স্মৃতির চারণভুমিতে নিয়ে যায়। বিখ্যাত সুরকার সুবল দাস ও গীতিকার আবু হেনা মোস্তফা কামাল ষাট দশকের মধ্যভাগে ছিল সঙ্গীত জগতের একটি রাজজোটক। বক্সহিট ছায়াছবি 'যোগ বিয়োগ' এর কালজয়ী গান, 'এই পৃথিবীর পান্থশালায়, গাইতে গেলে গান, কান্না হয়ে বাজে, কেন বাজে আমার প্রাণ' এর কথাগুলো গেঁথেছিলেন কবি আবু হেনা এবং সুর দিয়েছিলেন সুবল দাস। সাদাকালো চলচিত্র জগতের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী রাজ্জাক কবরীর ঠোঁটে গাওয়া অনেকগুলো গান লিখেছিলেন তিনি। চাষী নজরুল পরিচালিত 'দর্পচুর্ণ' ছবিতে মাহমুদ উন নবী ও সাবিনা ইয়াসমীনের গাওয়া, 'তুমি যে আমার কবিতা, আমারো বাঁশির রাগীনি' গানটি আমার মতো পড়ন্ত যৌবনা অনেকের নিভু নিভু পিদিমের শলতেটিকে সবেগে এখনো উস্কে দিয়ে থাকে। এ গানটিও সুর করেছিলেন সুবল দাস ও কথাগুলো সাজিয়েছিলেন কবি আবু হেনা। তাঁর লেখা, আবদুল আহাদের সুর ও শিল্পী রুনা লায়লার গাওয়া, 'অনেক বৃষ্টি ঝরে তুমি এলে, যেন এক ফোটা রদ্দুর আমার দু'চোখ ভরে,' বিখ্যাত এ গানটি, বিয়োগান্ত প্রেমের বলী অথচ পরকীয়া অনেক প্রেমীকার চোখে মেঘের আড়াল থেকে রবির রোশনাই হয়ে এখনো ঝিলিক দেয়।

কবি আবু হেনা মো: কামাল এর গানের কণ্ঠ ছিল অপূর্ব। হৃদয়ের গভীরে দাগ কাটার মতো প্রচুর গান তিনি ঢাকা রেডিওতে গেয়েছিলেন। তাঁর সুর করা ও গাওয়া গান গুলো ছিল আবেগ প্রধান, যা প্রেমাসীক্ত শ্রোতাদের মনের গভীরে ঝড় তুলতো মহা আন্দোলনে। তাঁর লেখা গানের সংকলন 'আমি সাগরের নীল' প্রকাশ হয়েছে তাঁর মৃত্যুর প্রায় ছয় বছর পর ১৯৯৫ সনে। কবি আবু হেনা মোট তিনটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। 'আপন যৌবণ বৈরী' (১৯৭৪), 'যেহেতু জন্মান্ধ' (১৯৮৪) এবং 'আক্রান্ত গজল' (১৯৮৮)। তিনি ভালো বাংলা গল্প ও প্রবন্ধ লিখতেন যা পরবর্তিতে 'শিল্পীর রূপান্তর' এবং 'কথা ও কবিতা' বই দুটিতে সন্নিবদ্ধ করা হয়েছে। বই দুইটি বাংলা সাহিত্য সমালোচক ও বিশেষজ্ঞদের দৃষ্টি আকর্ষণ

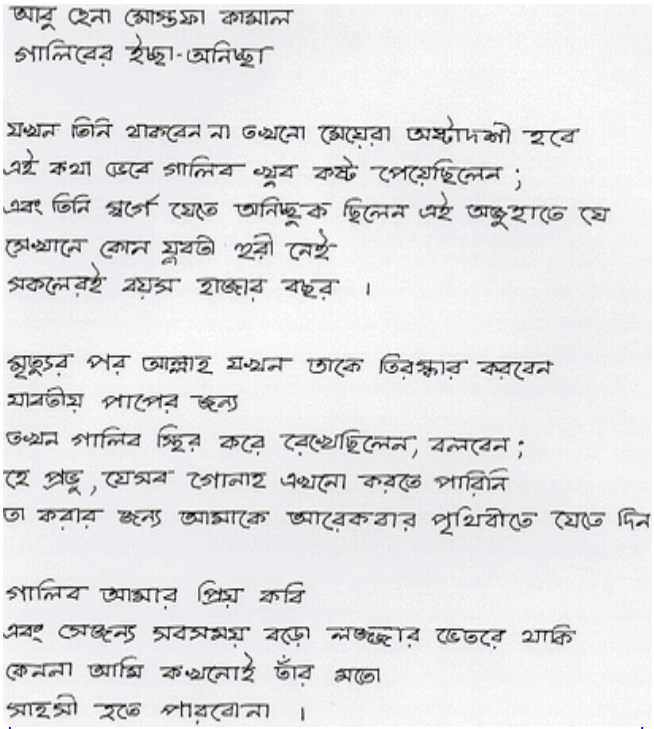
আবু হেনা মোস্তফা কামাল
গালিবের ইচ্ছা-অনিচ্ছা

যখন তিনি থাকবেন না তখনো মেয়েরা অষ্টাদশী হবে
এই কথা ভেবে গালিব খুব কষ্ট পেয়েছিলেন ;
এবং তিনি স্বর্গে যেতে অনিচ্ছুক ছিলেন এই অজুহাতে যে
সেখানে কোন যুবতী হুরী নেই
সকলেরই বয়স হাজার বছর ।

মৃত্যুর পর আল্লাহ যখন তাকে তিরস্কার করবেন
যাবতীয় পাপের জন্য
তখন গালিব স্থির করে রেখেছিলেন, বলবেন ;
হে প্রভু, যেসব গোনাহ এখনো করতে পারিনি
তা করার জন্য আমাকে আরেকবার পৃথিবীতে যেতে দিন

গালিব আমার প্রিয় কবি
এবং সেজন্য সবসময় বড়ো লজ্জার ভেতরে থাকি
কেননা আমি কখনোই তাঁর মতো
সাহসী হতে পারবোনা ।

কবির হাতের লেখা নয় এটি

করেছিল ব্যাপকভাবে। বর্নাঢ্য জীবনের অধিকারী এ কবি নানাভাবে তার পাঠক, ভক্ত ও গুনগ্রাহীদের কাছে সমাদৃত ও সমালোচিত ছিলেন। চিরযৌবনা তার কণ্ঠে গান ও কবিতা আবৃত্তি অনেক সুন্দরী যুবতীর আরাধনাতে অহরহ বিঘ্ন ঘটাতো। পারস্য উপমহাদেশ খ্যাত কবি ওমর খৈয়াম, ফেরদাউস, হাফিজ ও গালিবের মতো সুরা ও সাকীতে তিনি কখনো অনীহা প্রকাশ করেননি। দ্রাক্ষারসের সাগরে মৎসরাজের মত সাঁতার কেটেছেন তিনি অবিরত, কখনো ক্লান্তি বোধ করেননি।

কবিতা আবৃত্তিতে আমার তুচ্ছ এ অর্জনটুকুর হাতেখড়ি আমি এ মহান কবির কাছেই পেয়েছিলাম। তিনি বলতেন, 'বনি, মনে রাখবি, দেখে দেখে কবিতা পাঠ হয়, আবৃত্তি হয়না। আবৃত্তির আগে ভালোভাবে কবিতাটি হৃদয়াঙ্গম করে নিবি, তবেই প্রিয়ার চোখে চোখ রাখার মতো দর্শকপানে তাকিয়ে জড়তাহীন কণ্ঠে আবেগ ঢেলে মনের মত করে আবৃত্তি করতে পারবি।' যে ক'মাস তাঁকে কাছ থেকে দেখেছি, মুগ্ধ হয়েছিলাম তার আকর্ষনীয় ব্যক্তিত্ব ও বাংলা ভাষায় তাঁর পান্ডিত্য দেখে।

কবি আবু হেনা মোস্তফা কামাল ২৩ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সনে হৃদক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর রাতে তিনি বাংলাদেশ জাতীয় টেলিভিশনে ভারতের কিংবদন্তী গায়ক, সুরকার ও গীতিকার হেমন্ত মুখার্জীর একটি দীর্ঘ সাক্ষাৎকার নিয়েছিলেন। সারাদেশের লক্ষ লক্ষ শ্রোতা-দর্শক টিভি পর্দায় চোখ ঠেকিয়ে সেই অনুষ্ঠানটি আদি-অন্ত মহানন্দে উপভোগ করেছিল। উক্ত সাক্ষাৎকার প্রচারের বরাবর তিনদিন পর অর্থাৎ ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৮৭ সাক্ষাৎকার প্রদানকারী হেমন্ত মুখার্জী আচানক একই রোগে আক্রান্ত হয়ে ওপার বাংলায় দেহত্যাগ করেন। কাকতালীয় এ দুটি মৃত্যু সংবাদ দু'বাঙলাকে শোকের সাগরে তখন ভাসিয়ে দিয়েছিল। তাদের কথা, সুর ও সৃষ্টি কিন্তু রয়ে গেল অমর হয়ে, কালজয়ী। বাংলা সঙ্গীত জগতের এই দুই মহারথিকে দু বাংলা মনে রাখবেন ততদিন, যতদিন ঈষাণ আকাশে 'নীল ধ্রুব তারা'টি উজ্জল হয়ে জ্বলবে।

বনি আমিন, সিডনী, ১৫ সেপ্টেম্বর ২০০৬

লেখকের নিবেদন

[আজকের এ লেখাটি সিডনী'র একজন নিবেদিত সাংস্কৃতি প্রেমী ও একুশে বেতার (এফ. এম ১০০.৯) এর পরিচালক ও প্রযোজক মিজানুর রহমান তরুনের সৌজন্যে নিবেদিত। সম্প্রতি তিনি আমার স্মৃতির দীঘিতে খোলামকুচী ছুঁড়ে কিছু ঢেউ তুলেছিলেন, যার জন্যে এ লেখার অনুপ্রেরণা আমি পেয়েছিলাম। তার রেডিওতে আগামী রবিবার ১৭ই সেপ্টেম্বর এ কবির সুযোগ্য সন্তান ও বিশিষ্ঠ নজরুলগীতি শিল্পী সুজিত মোস্তফার একটি বিশেষ সাক্ষাৎকার প্রচার হবে বলে তিনি জানালেন। কিছুদিন আগে অবকাশ যাপন করতে সুজিত স্বপরিবারে অষ্ট্রেলিয়াতে এসেছেন, এখন আছেন সিডনীতে। একই অনুষ্ঠানে অমিয়া মতিন নামে সিডনীবাসী একজন নারী শিল্পী'র কণ্ঠে কবি আবু হেনা মোস্তফা কামালে'র লেখা সেদিন কিছু গান প্রচার করা হবে বলে তরুন জানিয়েছেন। কবি'র মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে সিডনীতে এবারই প্রথম কোন বাংলা রেডিও এ ধরনের অনুষ্ঠান প্রচার করতে যাচ্ছে। মিজানুর রহমান তরুনের প্রযোজনা ও পরিচালনায় 'একুশে বেতার' নামক বাংলা রেডিও চ্যানেলটি সিডনীতে এরূপ মৌলিক ও সময়পযোগী অনুষ্ঠান প্রচার করে এখন সুদ্ধধারার বাংলা-সাংস্কৃতির প্রচারক হিসেবে প্রবাসী বাংলাদেশী রেডিও শ্রোতাদের মাঝে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন।]